দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

012

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষা ও শিক্ষানীতি

শিক্ষা জাতীয় উন্নতির পূর্বশর্ত। শিক্ষাহীন জাতি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কখনও উন্নতিসাধন করতে পারে না। আমাদের দেশে শতকরা ৭৫ জন লোক এখনও নিরক্ষর। এই বিপুলসংখ্যক নিরক্ষর লোকদের মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারেল জাতীয় উন্নতি সুদূর পরাহত।

এই নিরক্ষর লোকদের মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য জাতীয় বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ও ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন।

সরকার "২০০০ সাল নাগাদ সকলের জনশিক্ষা" কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। এই মহৎ কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য সরকারী প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে সারাদেশে যে শ্লোগান ছড়িয়ে দেওয়া উচিত, তার বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। দেশের উন্নয়নে, যখন কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না তখন অনেকেই বলে থাকেন পরিকল্পনার পরি উড়ে গেলে যা হয়। আমাদের পরিকল্পনার আসল রূপটাও বুঝি তাই।

সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, অথচ আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, শিক্ষা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক আমলের ধারা ও দোষ-ত্রুটি আজও বিদ্যমান। তাই আজ আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে একটা যুক্তিসঙ্গত শিক্ষানীতি খুঁজে বের করতে হবে।

পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে শিক্ষা ব্যবস্থায় পুরনো পদ্ধতি দুরীভূত হচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে শিক্ষাকে দ্রুত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়ক হচ্ছে। শিক্ষিতের হার বাড়ছে। দিন দিন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তথা সামগ্রিক উন্নতি হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর দেশবাসী একটু সুস্থ, সুন্দর ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে একটা শিক্ষানীতি আশা করেছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার এত বৎসর পরও বিজ্ঞানসম্মত একটা শিক্ষানীতি এ দেশে প্রণীত হয়নি। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে দেশের উন্নয়নে স্বাক্ষর রাখতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে একটা বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রণয়ন আমাদের জন্য খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। নতুবা শিক্ষার মান ও আমাদের স্থান দুঃখজনক অবস্থায়ই থাকবে।

—মোঃ সামসুদ্দীন